ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(1): 344-351
www.allresearchjournal.com
Received: 23-11-2019
Accepted: 26-12-2019

Dr. Pritam Ghosal
Assistant Professor in Sanskrit
Jhargram Raj College (Girls' Wing), Jhargram,
West Bengal, India

Corresponding Author:
Dr. Pritam Ghosal
Assistant Professor in Sanskrit
Jhargram Raj College (Girls' Wing), Jhargram,
West Bengal, India

উপনিষৎ: একটি দার্শনিক পর্যবেক্ষণ

Dr. Pritam Ghosal

DOI: https://dx.doi.org/10.22271/allresearch.2020.v6.i1d.10669

ভূমিকা

বৈদিকবাঙ্ময়সমূহের মধ্যে 'উপনিষৎ' হল সর্বশেষ জ্ঞানকাণ্ডের চরম পরিণতিবিশেষ। বৈদিক সাহিত্য মূলতঃ চারভাগে বিভক্ত। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতাশব্দের দ্বারা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের মন্ত্রসমষ্টিকে বোঝানো হয়। বেদের বিভাগগুলির সংহিতা অংশে সাধারণতঃ দেবগণের স্তবস্তুতির মাধ্যমে অভীষ্ঠপূরণের মাধ্যমে প্রার্থনা প্রকটিত হয়। যদিও অথর্ববেদসংহিতায় দেবস্তুতি ভিন্ন কিছু ব্যতিক্রমী সূক্তসমূহের প্রত্যক্ষীকরণ হয়। ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রায়শঃ যাগযজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান প্রয়োগের মাধ্যমে কল্যাণপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হয়। আরণ্যক ও উপনিষৎঅংশে বিশেষতঃ যাগযজ্ঞতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা নিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক বেদের সম্বন্ধে যুক্ত একাধিক উপনিষৎউপলব্ধ হয়। ভাষা, রচনাশৈলী ও আলোচ্যবিষয়ের পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, উপনিষৎগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন এবং কতকগুলি পরবর্তীকালের রচনা। প্রাচীন উপনিষৎগুলি অধিকাংশই বৈদিকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংযুক্ত, আবার কিছু উপনিষৎ সংহিতার অন্তর্গত, কিছু ব্রাহ্মণের অংশ, এবং কিছু আরণ্যকের অংশরূপে প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে দুইশতাধিক উপনিষৎগ্রন্থ উপলব্ধ হলেও প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য যে দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন, সেগুলিকে অধিকতর প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচনা করা হয়। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে আবার বারটি উপনিষৎ কে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই বারটি উপনিষৎ হল যথাক্রমে – ঈশোপনিষৎ, ঐতরেয়োপনিষৎ, কৌষীতকি উপনিষৎ, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ এবং মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। এই উপনিষৎগুলির মধ্যে ঐতরেয় ও কৌষীতকি ঋগ্বেদের অন্তর্গত, ঈশ ও বৃহদারণ্যক শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত, তৈত্তিরীয়,কঠ ও শ্বেতাশ্বতর কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত, ছান্দোগ্য ও কেন সামবেদের অন্তর্গত, এছাড়া প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য অথর্ববেদের অন্তর্গত। এই উপনিষৎসাহিত্যগুলির মধ্যে

কতিপয় বেদ সংহিতার ন্যায় মন্ত্রসঙ্কলন, কতিপয় গদ্যনিবদ্ধ মন্ত্রসঙ্কলন, কতিপয় পদ্য ও গদ্যমিশ্র রচনা, কতিপয় প্রশ্নোত্তর শৈলীতে নিবদ্ধ, কতিপয় বৈদিক মহিমার জ্ঞাপক, কতিপয় গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রশ্নোত্তর, তর্কবিতর্ক, কাহিনী ও আখ্যায়িকার মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্বাত্মক।

উপনিষদের অর্থ ও বিষয়বস্তু

উপপূর্বক নিপূর্বক সদ্-ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করে উপনিষৎ শব্দটি ব্যুৎপত্তি প্রাপ্ত হয়। এখানে সদ্-ধাতুর ত্রিবিধ অর্থ উপলব্ধ হয় - বিশরণ, গতি ও অবসাদন। উপ এর অর্থ সন্নিকটে, নি এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থানে। সদ্-ধাতুর অর্থগুলির মধ্যে বিশরণের অর্থ হল বিনাশ সাধন, গতি এর অর্থ হল প্রাপ্ত হওয়া এবং অবসাদন এর অর্থ হল শিথিল হওয়া। সুতরাং, এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, গুরুর সন্নিকটে নির্দিষ্ট প্রকারে মায়ার বিনাশ সাধনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তির দ্বারা সাংসারিক আবর্ত থেকে শিথিল হওয়া। উপনিষদের আলোচ্য বিষয় গভীর রহস্যের আবরণে আবৃত। এই উপনিষদের বিষয়বস্তু কোনো দার্শনিক তত্ত্ব হতে পারে আবার কোন বিশেষ জ্ঞানের সূচনা হতে পারে। উপনিষৎ বলতে যে, সব ক্ষেত্রে কোন সুসংহত দার্শনিক চিন্তার সূচনাকে বোঝায় তা নয়, কোন গূঢ় তত্ত্বের প্রকাশক গ্রন্থকে বোঝানো হয়। উপনিষদের গভীর তত্ত্বমূলক আলোচনার মধ্যে সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা। বস্তুতঃ উপনিষৎ সমগ্র মানবজাতির কাছে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আত্মা অর্থাৎ নিজেকে জানার বিষয়টি প্রকাশ করেছে।

বেদের অন্তিত অংশ হওয়ার কারণে উপনিষৎকে অনেক সময় বেদান্ত নামেও অভিহিত করা হয়। উপনিষৎ শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন, ব্রহ্মবিদ্যার অপর নাম উপনিষৎ। উপনিষৎ শব্দের অপর একটি অর্থ রহস্য। সাধারণের নিকটে ব্রহ্মবিদ্যা দুরধিগম্য ছিল বলেই তা রহস্য বলে প্রতিভাত হয়। ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে যে সমস্ত উচ্চ চিন্তাধারার প্রকাশ হয়েছিল তার প্রায় অধিকাংশই উপনিষদের বিষয়ভিত্তিক। অধ্যাপক Winternitz বলেছেন – "In fact, the whole of the later philophy of the Indians is rooted in the Upanisads."

জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষৎ যদিও পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্যের কর্মকাণ্ড থেকে স্বতন্ত্র, তথাপি উপনিষৎ কোন প্রকারেই পূর্ববর্তী অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। অতি প্রাচীন কালেই ঋষিগণের চিন্তায় উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বগুলি উদ্ভাসিত হয়েছিল। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ যুগে বাহ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ধর্ম যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনই ঋষিগণের জিজ্ঞাসু মনে বহুবিধ দার্শনিক চিন্তার উদ্ভবও হয়েছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্তই ঋষিগণের এই দার্শনিক চিন্তার সাক্ষর বহন করছে। একই ভাবে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডেও সম্পূর্ণভাবে বৈদিক কর্মকাণ্ডের ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাক্ত হয়নি। ফলে বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের পাশাপাশি জগৎতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বরূপ জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা উপনিষদে আধিক্য লাভ করেছে। তাই উপনিষদে ধার্মিক তত্ত্ব গৌণীভূত হয়ে ক্রমশঃ জ্ঞানতত্ত্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। বস্তুতঃ প্রাচীন ও অর্বাচীন উপনিষৎগুলি সামগ্রিকভাবে বৈদিকদর্শনের ব্রহ্মতত্ত্বকেন্দ্রিক বহু বিস্তারি পর্যালোচনাবিশেষ। এখানে বেদিক যাগ, বহুদেবতাবাদ, একেশ্বরবাদ, কর্ম-জ্ঞান-যোগসমণ্ডিত অধ্যাত্মবিদ্যার নানা তত্ত্ব এবং জীব-জড় তত্ত্বের বিবিধ ব্যাখ্যা বিদ্যমান।

উপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে আচার্য শাণ্ডিল্য বলেছেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছা. উ. ২৪.১), অর্থাৎ এই জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম। এই প্রকার ব্রহ্মের সর্বময়ত্বের উল্লেখের দ্বারা উপনিষৎগুলি পরিশেষে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বে সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হয়েছে। এর ফলে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মা. উ. ১.২), "তত্ত্বমসি" (ছা. উ. ৬.৮.৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ. উ. ১.৪.১০), "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐ. উ. ৩.৩) প্রভৃতি মহাবাক্যগুলির সমুচ্চয় ঘটেছে।

উপনিষৎগুলির মাধ্যমে কেবলমাত্র ধর্মীয় আলোচনা প্রযুক্ত হয়েছে না কি এখানে জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রযুক্ত হয়েছে, এরূপ প্রশ্নের সমাধানকল্পে প্রধান দশটি উপনিষদের বিষয়বস্তু আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। উপনিষৎগুলো হল -

ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডূক্য-তৈত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ং চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং দশ॥

উপনিষদের বিষয়
ঈশোপনিষদের বিষয়

ঈশোপনিষদে আঠারোটি মন্ত্রের মাধ্যমে অধ্যাত্মচিন্তার ভাবনা উচ্চারিত হয়েছে। এখানে প্রকাশিত বিষয়গুলি হল, সমগ্র বিশ্বে ঈশ্বরের উপলব্ধি, নিষ্কাম কর্মসুলভ জীবনযাপন, অবিদ্যা ও বিদ্যা, নাম ও রূপভেদে একত্ব ও বহুত্ব জ্ঞান, অসম্ভূতি ও সম্ভূতি, মৃত্যুকে অতিক্রম করে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা একাত্বতা প্রাপ্তি প্রভৃতি। দেহ-মনের ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করে বহুত্বের এক সৎ পরমাত্মায় একাত্ব হওয়াই মানুষের কাম্যবিষয় বলে প্রতিভাত হয়েছে। শেষ মন্ত্রে মৃত্যুপথগামী শরীরীর পূষা-যম-সূর্য-প্রজাপতি ইত্যাদি অভিধায় প্রকাশিত শক্তিস্বরূপ দেবতাদের উদ্দেশ্যে বারংবার প্রণাম নিবেদনে দেবযানে গমনের প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে-

"যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি" (ঈশ. উ. ১৮)।

কেনোপনিষদের বিষয়

সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের সপ্তম অধ্যায়ের ১৮ থেকে ২১ খণ্ড হল কেনোপনিষৎ। সামবেদীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্ভূক্ত কেনোপনিষৎ অনেকাংশে গদ্যপদ্যাত্মক। এটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত এবং এর মধ্যে ৩৫ টি মন্ত্র বিদ্যমান। এই উপনিষদে ইন্দ্রয়াতীত, দৃশ্যমান বস্তু, জগতের সঙ্গে সম্পর্করহিত, বস্তুসত্তার অতীত পরমাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে। উপনিষদের প্রথম দুটি খণ্ডের পদ্যাংশগুলি ব্রহ্মবিদ্যাবাচক। এই দুই খণ্ডের বক্তব্য বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং প্রাণ দিয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বরং এই বিষয়গুলি ব্রহ্মের দ্বারা উদ্ভাসিত। ব্রহ্ম হল জানা এবং অজানার বাইরে কোন এক প্রতিবোধাত্মক সত্তা। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে আছে প্রসিদ্ধ হৈমাবতী উপাখ্যান। এখানে দিব্য চেতনার ক্রমিক উন্মেষের একটি ছবি পাওয়া যায়। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও ব্রহ্মা চরিত্রগুলির মাধ্যমে জাগতিক দৃষ্ট জ্ঞানের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিস্ফুটি হয়েছে। উপাখ্যানের শেষে উপনিষদটিতে ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছু সাধারণ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মকে লাভ করার মুখ্য সাধন হল তপ, দম এবং কর্ম। এছাড়া বেদ বেদাঙ্গ এবং সত্যই ব্রহ্মের আয়তন - "তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্" (কেনো. উ. ৪/৮)

কঠোপনিষদের বিষয়

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার কাঠক ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কঠোপনিষদ। এটি মূলত যজ্ঞাচার কেন্দ্রিক। এই উপনিষদের দুটি অধ্যায় এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনটি করে বল্লী বিদ্যমান। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে কিছু গদ্যাংশ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ উপনিষদটি পদ্যাত্মক। এখানের বিষয়টি হল – ঋষি বাজশ্রবস সর্বদক্ষিণযাগের আয়োজন করলে পুত্র নচিকেতা দেখেন জীর্ণ শীর্ণ গাভী দান করা হচ্ছে। তখন নচিকেতার দ্বারা 'আমি কার নিকটি দানীয়' এরূপ জিজ্ঞাসিত বিরক্ত পিতা বলেন, 'মৃত্যবে ত্বা দদামি' (কঠ. ১/১/৪)। অর্থাৎ মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তোমাকে দান করেছি। পিতার আদেশ মান্য করে নচিকেতা যমের গৃহে গমন করে, দরজায় তিন রাত অপেক্ষা করেন। অতঃপর গৃহে প্রত্যাগত মৃত্যুদেব নচিকেতাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে তিনটি বর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। নচিকেতা তখন প্রথম বররূপে 'পিতার ক্রোধ প্রশমন', দ্বিতীয় বররূপে 'অগ্নিবিদ্যা' এবং তৃতীয় বররূপে 'আত্মতত্ত্ব' জানতে চান। মৃত্যুদেব অগ্নিবিদ্যা শ্রবণে একনিষ্ঠ নচিকেতার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে 'ত্রিনাচিকেতা' নামক চতুর্থ বর প্রদান করেন। পরিশেষে আত্মবিদ্যার পরিবর্তে বহুপ্রলোভনে প্রলোভিত করার পরও যখন নচিকেতা আত্মবিদ্যা জ্ঞান লাভে অনড় থাকেন, তখন যমরাজ তাঁকে আত্মবিদ্যা প্রদান করেন। ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা প্রদানকালে মৃত্যুদেব বলেন, 'ওম্' এই অক্ষরই ব্রহ্মের আলম্বন। এই ওঙ্কারকে জেনেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধ করা যায় -

"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যৎ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥" (কঠ. - ১/২/১৫)

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।" (কঠ. - ১/২/১৬)

তারপর যম নচিকেতাকে উপদেশ দিলেন – প্রেয় ও শ্রেয় দুই কাম্য, তথাপি শ্রেয়কে মর্যাদা দেওয়া উচিৎ। পরমাত্মা হলেন নিত্য, সত্য, সৎ, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য। নির্ম্মল মন ও পরম বোধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

প্রশ্নোপনিষদ্

প্রশ্নোপনিষদটি অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত। এর প্রবক্তা পিপ্পলাদ। ছয়জন ঋষির ছয়টি প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করেছেন। উপনিষদটি মূলত গদ্যে রচিত। তবে মাঝে মাঝে কিছু শ্লোক আছে।

প্রথম প্রশ্নটি হল প্রজাসৃষ্টি কোথা থেকে হল? 'প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব'(১০/১২১/১০), উত্তরে পিপ্পলাদ বলেন – স্রষ্টা হলেন প্রজাপতি। প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় তপের দ্বারা তিনি প্রথম একটি মিথন সৃষ্টি করলেন – প্রাণ এবং রয়ি। প্রাণ এবং রয়ির মিথুন লীলাই সৃষ্টির মূল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : কয়জন দেবতা প্রজাকে ধরে আছেন? এদের মধ্যে কার মাহাত্ম্য বেশি এবং কে শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় প্রশ্ন – প্রাণের সৃষ্টি কোথা থেকে? জীবদেহে প্রাণের উৎপত্তি কীভাবে? দেহের অবস্থান কোথায়? বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান প্রাণে কীভাবে জন্মায়? প্রাণ ইন্দ্রিয়গুলিকে কীভাবে ধারণ করে? সুষুপ্তিতে প্রাণের অবস্থান কেমন?

চতুর্থ প্রশ্ন – নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রাণ কী অবস্থায় থাকে?

পঞ্চম প্রশ্ন – মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওঁকার উপাসনার ফল কী?

ষষ্ঠ প্রশ্ন – ষোডশ কলার দ্বারা পরিপূর্ণ পুরুষের স্বরূপ কী?

এখানে প্রথম তিনটি প্রশ্ন মূলত আধুনিক জীববিজ্ঞানের প্রশ্ন। আধুনিক বিজ্ঞানে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, বংশগতি বিজ্ঞানে আলোচনা হয়েছে। এসব বৈজ্ঞানিক আলোচনার সঙ্গে উপনিষদের আলোচনায় আকাশ-পাতাল তফাৎ।

ঋষির মতে প্রজাপতি প্রাণীদের সৃষ্টি করলেন। আদিত্য(সূর্য) প্রাণ, চন্দ্র অন্ন(খাদ্যদ্রব্য), তাই জ্ঞানী সূর্যরূপ আত্মার সাধনা করেন। প্রাণের স্রষ্টা কে? পরমাত্মা/ঈশ্বর। প্রাণ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নানারূপে কাজ করছে। সূর্য বহির্জগতের প্রাণ। জগৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থান প্রাণ দেহ মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থান করে।

ব্রহ্মের বাচক প্রতীকী ওঁকার। ওঁকার উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়। সপ্রাণ দেহে জীবাত্মা অবস্থান করে, প্রাণ দেহ থেকে নির্গত হলে আত্মাও নির্গত হয়। প্রাণহীন আত্মশূন্য দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়।

মুণ্ডকোপনিষদ্

অথর্ববেদীয় এই উপনিষদের মূল বিষয় পরা ও অপরা বিদ্যা। মুণ্ডক ঋষি এর প্রবক্তা বলে মনা করা হয়। 'মুণ্ড' শব্দটির অর্থ মস্তক অর্থাৎ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ। এখানে প্রশ্নকর্তা শৌনক এবং প্রবক্তা অঙ্গরা। এখানে বলা হয়েছে পরা ও অপরা বিদ্যার অন্তর্গত চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ এবং ব্রহ্মতত্ব। এই উপনিষদ অনুসারে বিশ্বের দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেই লীন হয়। যজ্ঞের সঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গল জড়িত। কিন্তু এইধরণের ধর্মাচরণের ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞানই প্রধান মুক্তির পথ। গুরুমুখে ব্রহ্মের প্রকাশ ব্যক্ত ও অব্যকত্ত স্বরূপ। প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সবই ব্রহ্মের শক্তির বহিঃপ্রকাশ। বৈদিক দেবতারাও ব্রহ্মের রূপভেদমাত্র। জীবাত্মা, পরমাত্মা, বিশ্বজগৎ, প্রণব, ওঁকার প্রভৃতি পরমাত্মার প্রকাশ। ইন্দ্রিয়, মন, শাস্ত্রবাক্য ইত্যাদি বিষয় বাহ্য এবং বিজ্ঞানময়, আনন্দময় অমৃততত্ত্ব ব্রহ্মই পরম জ্ঞাতব্য। মানবজীবনের একমাত্র কাম্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে একাত্ম হওয়া। অন্যথায় পুনর্জন্ম, দুঃখ-শোক-তাপ, ভোগ, মৃত্যু প্রভৃতি জীবনচক্র ক্রমাগত আবর্তিত হতে থাকবে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্

অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষদটি বারটি মন্ত্রসম্বলিত ক্ষুদ্রাকার রচনা। এখানে কোন আখ্যান নেই। মাণ্ডুক্য নামক ঋষি এর রচয়িতা মনে করা হয়। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হল, পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঁকার বা প্রণবতত্ব। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে আত্মার অবস্থান এখানে বর্ণিত হয়েছে। ওঁকারে 'অ-উ-ম'এই তিনটি বর্ণমাত্রায় অতীন্দ্রিয় রহস্য এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের বিষয়

কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয়োপনিষৎটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং বিভিন্ন অনুবাকযুক্ত। অধ্যায়গুলি যথাক্রমে -

1. শীক্ষাবল্লী
2. ব্রহ্মানন্দবল্লী
3. ভৃগুবল্লী

এখানে গদ্যবন্ধ অনুচ্ছেদের সংখ্যা ৬৮ টি। "সত্যং বদ। ধর্মং চর।", "মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।" (তৈ. উ. ১.১১) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রগুলি এই উপনিষদেই উপলব্ধ হয়। এই উপনিষদের শীক্ষাবল্লীতে বিশেষতঃ বেদমন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ, জ্যোতিদর্শনের রহস্য, ওঙ্কার সাধনা, গায়ত্রী ধ্যানতত্ত্ব, পরব্রহ্মের অমৃততত্ত্ব, দেহস্থ প্রাণবায়ুর অধ্যাত্মতত্ত্ব, নৈতিক উপদেশাবলী যথা - বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা, চিত্তসংযম, ত্যাগ, গার্হস্থ্যজীবন, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার পালন, ছাত্র জীবন, গার্হস্থ্যজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব সংক্ষেপে কথিত হয়েছে।

ব্রহ্মানন্দবল্লীতে ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তদনুযায়ী অন্যান্য তত্ত্বের আলোচনা - সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রাণ ও শারীর তত্ত্ব, পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ অবস্থান, ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টির বিকাশ, পরমাত্মার মিথুনতত্ত্ব, সৃষ্টির পূর্বাবস্থা, পরমাত্মার জগৎকর্তৃত্ব ও ব্রহ্মার অবস্থান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

ভৃগুবল্লীতে ঋষি ভৃগু ও তার পুত্র বরুণের কথোপকথনের মাধ্যমে অন্ন-ব্রহ্ম, প্রাণ-ব্রহ্ম, মন-ব্রহ্ম, বিজ্ঞান-ব্রহ্ম ও আনন্দ-ব্রহ্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে পরমাত্মতত্ত্বের সাথে সংসারজীবনের যোগক্ষেম ধর্ম উপদিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থের উপসংহারে ঋষির মুখে ব্রহ্মতত্ত্বের সারকথা ধ্বনিত হয়েছে। এই উপনিষৎটি ব্রহ্মসূত্রের আকরগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত।

ঐতরেয়োপনিষদের বিষয়

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়-আরণ্যকে দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়কে ঐতরেয়োপনিষৎ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐ. উ. ৩.১.৩) এই প্রসিদ্ধ মহাবাক্যটি ঐতরেয়োপনিষদের অন্তর্গত। এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার তিন জন্মের শরীরতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে বিশ্বের চেতন ও জড় পদার্থের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মই স্বকীয় ইচ্ছানুসারে পৃথিব্যাদিলোক, দেবতাসমূহ, পঞ্চভূত, মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। জীবাত্মার পুনর্জন্ম, সুখদুঃখভোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তি এই উপনিষদের মূল আলোচিত বিষয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদের বিষয়

সামবেদের ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে দশটি অধ্যায়ের শেষ চারটি ছান্দোগ্যোপনিষৎ। এই উপনিষৎটি সর্বপ্রাচীন ও উপনিষৎগুলির মধ্যে অন্যতম। ছন্দবদ্ধ বেদগণের গায়ক ছন্দোগ। তাদের আলোচ্য শাস্ত্র ছান্দোগ্য। এই উপনিষদের আট অধ্যায়ের প্রত্যেকটির বিষয়ই স্বতন্ত্র। সার্বিক বিচারে এখানে প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের বেদ বিহিত কর্মমার্গের উপাসনা করা হয়েছে এবং ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ব্রহ্মতত্ত্বের মীমাংসা করা হয়েছে। এই উপনিষদে জনক, অজাতশত্রু, আরুণি, প্রবাহন প্রভৃতি ঋষিগণের আখ্যানের মাধ্যমে বিবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদ্গীথ উপাসনা, অধিদৈব উপাসনা, ওঙ্কার উপাসনা, আদিত্য ও প্রাণের উপাসনা প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাতত্ত্ব এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। হিরণ্ময় পুরুষ, পুরুষের একাত্মতা, আদিকারণ, আকাশতত্ত্ব, ওঁকারতত্ত্ব, ঋক্-যজু-সাম ও উদ্গীথ তত্ত্ব, প্রাণাদি বায়ু ও পৃথিব্যাদি লোকের তত্ত্ব প্রভৃতি এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। দেবলোক ও অধস্তনলোক, দ্যুলোক, নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্যাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এখানে উপলব্ধ হয়। চারটি মহাবাক্যের অন্যতম 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যটি এই ছান্দোগ্য উপনিষদে উপলব্ধ হয়। এছাড়া সত্যকাম ও জাবালার উপাখ্যান, উষস্তি প্রবহণ, নারদ ব্রহ্মচারী, ইন্দ্র প্রভৃতি বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে। বেদজ্ঞান দ্বারা প্রজা ও পশুর আয়ুলাভ, যাগে বদ্ধ পশুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, পশু ও পশুবধের অনিন্দনীয়তা, মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সামের ঐক্য, ত্রয়ীবিদ্যা, ত্রিলোক, অগ্নি-বায়ু-আদিত্যরূপ ত্রিদেবতা,নক্ষত্রলোক, গন্ধর্বলোক,

পিতৃলোক এবং সামমন্ত্রের একাত্মতা, পঞ্চলোক উপাসনা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় এই উপনিষদে আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রকাশিত হয়েছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের বিষয়

শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছটি অধ্যায় হল বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। এই উপনিষদটি উপনিষদ্সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। ছটি অধ্যায়কে তিনটি কাণ্ডে ভাগ করা হয়েছে—মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড, খিলকাণ্ড। প্রত্যেক কাণ্ডে দুটি করে অধ্যায় বর্তমান। অধ্যায়গুলি আবার বিভিন্ন ব্রাহ্মণ নামক অংশে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ড মধুখণ্ডে অদ্বৈততত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়কাণ্ড যাজ্ঞবল্ক্যখণ্ডে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তৃতীয়কাণ্ড খিলখণ্ডে উপনিষদের আচার্যদের বংশতালিকা প্রদত্ত হয়েছে। সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে বোঝা যায এখানে একাধিক ঋষির নানা রচনা একত্র সংকলিত হয়েছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আখ্যায়িকা ও কথোপকথনের মাধ্যমে বিবিধ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বিষয়গুলির মধ্যে অশ্বমেধ যাগ, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মার মাহাত্ম্য, সৃষ্টির আদিকারণ, খণ্ডব্রহ্ম ও পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান, মূর্তব্রহ্ম ও অমূর্তব্রহ্মজ্ঞান, জগৎ-জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, সর্বান্তর-অন্তর্যামী আত্মা, দেহ থেকে আত্মার নির্গমন ও মুক্তি, সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই উপনিষদের আখ্যানগুলিতে দার্শনীক রাজা জনক, ব্রহ্মজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী ব্রহ্মবিদুষী মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে জিজ্ঞাসু ব্রহ্মবিদুষী গার্গী প্রভৃতি বৈদিক ব্রহ্মতত্ত্বের নিপূণ ব্যক্তিত্বসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃ. ১।৪।১০) এই মহাবাক্যটি বৃহদারণ্যক উপনিষদেই উপলব্ধ হয়।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

পঞ্চকোশবিচার - (पञ्चकोशविचारः)

পঞ্চকোশ এই শব্দবন্ধটির আভিধানিক অর্থ - পাঁচটি খোলস। বেদান্ত বলে - মানুষ, জীব অথবা বলা যেতে পারে এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্য হল আত্মা। যদিও এই আত্মতত্ত্ব আমাদের মধ্যে সর্বদাই বর্তমান তাও এই নিয়ত উপস্থিতশীল আত্মাকে আমরা অভিন্নরূপে উপলব্ধি করি না। আর এই অন্তর্নিহিত আত্মতত্ত্বাবরণের কারণ পাঁচটি খোলশ। যেমন ভাবে বাদামের একটি খোলশ বা খোলা প্রকৃত বীজটিকে আবৃত করে তেমনই প্রকৃত আত্মতত্ত্বের উপরে স্তরে স্তরে পাঁচটি কোশের পরত আবৃত করে সেই নিয়ত উপস্থিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে।

আত্মার আবরক পাঁচটি কোশ হল

1. অন্নময়কোশ - ভৌতিক দেহ যাহা বস্তুত খাদ্যের বিকার।
2. প্রাণময় কোশ - প্রাণ হল সেই অতি প্রয়োজনীয় দেহাভ্যন্তরীণ শক্তি যা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও জৈবিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করে।
3. মনোময় কোশ - জ্ঞানেন্দ্রিয়সহিত মন।
4. বিজ্ঞানময় কোশ - বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি।
5. আনন্দময় কোশ - অজ্ঞান অর্থাৎ সত্যের অপলাপ।

আত্মার স্বরূপকে লুকিয়ে রাখার জন্যই এগুলি কোশ।

কোশের গুরুত্ব - (कोशानां गुरुत्वम्)

অন্নময় কোশ বলতে পিতৃ-মাতৃদত্ত দেহ বা অন্নের দ্বারা পোষিত হতে পারে। প্রাণ পাঁচটি - প্রাণ অপান ইত্যাদি। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিক চিত্তবৃত্তি হল মন। বিজ্ঞান বলতে বোঝায় বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিক চিত্তবৃত্তি। খুঁটিনাটি বিষয়ে বিবেচনা করাই ইহার কাজ। অবশেষে আসে পঞ্চম আনন্দময় কোশ। ইহা অজ্ঞানেরই আর এক নাম। গভীর ঘুমের সময় কোন বিষয়ে জ্ঞান না হওয়ায় আমরা আনন্দ ভোগ করে থাকি। তাই অজ্ঞানকে এখানে আনন্দময় বলা হয়েছে।

অবস্থাত্রয়বিচার (अवस्थात्रयविचारः)

"জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ, স যত্র প্রস্বপিতি"॥

ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের তিনটি অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। জাগরিত অবস্থা জীবের সেই

অবস্থাকে বলে যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন জাগ্রত থাকে এবং বাহ্য জগতের থেকে জীব প্রত্যক্ষভাবে বিষয়জন্য সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। এই অবস্থায় অজ্ঞানের সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্যকে বৈশ্বানর বলা হয়।

জীবের দ্বিতীয় অবস্থার নাম স্বপ্নাবস্থা। এই অবস্থায় আন্তর্জগৎটি আসলে মায়াময়ী সৃষ্টি। জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত বিষয়সমূহের সূক্ষ্মসংস্কারগুলো উদ্‌বুদ্ধ হয় এই অবস্থাতে এবং সেই কারণে স্বপ্নদৃষ্ট গজাদি বস্তু সত্যবৎ ভাসিত হয়। স্বপ্নাবস্থাতে অজ্ঞানের সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য তৈজস নামে অভিহিত হয়।

জীবের সূক্ষ্মতম অবস্থা হয় সুষুপ্তাবস্থা। এই সময় আত্মা আনন্দময় কোশের দ্বারা আবৃত থাকায় সুপ্ত জীবের অনুভব হয় - "আমি সুখ অনুভব করছিলাম" এইরূপ। এই অবস্থাতে জীব স্বপ্নদর্শন থেকে বিরত থাকে এবং নির্বিষয়ক সুখলাভ করে থাকে। অজ্ঞানের সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য এই অবস্থাতে প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হয়।

স্বীয় অবস্থাত্রয়বিমর্শন দর্শনে স্বামী ভূমানন্দতীর্থ বলেছেন – আমি একে একটি বিশিষ্ট দর্শন মনে করি। এটা ধর্ম, ভগবান বা অন্য কোনো বিষয় নয়, কিন্তু এটি আমাদের জীবন এবং জাগ্রত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির দ্বারা বিষয়সুখ, ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতির দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একটি বিশিষ্ট দর্শন। এটাকেই অবস্থাত্রয় বিমর্শনের দর্শন হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। অবস্থা কথাটির অর্থ হল জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা, ত্রয় কথাটির অর্থ হল তিনটি। এটিই অবস্থাত্রয় দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত।

মহাবাক্যবিচার (महावाक्यविचारः)

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন হল উপনিষৎ সকলের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। মহাবাক্য হল জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন বাক্য -

"জীবব্রহ্মৈক্যবোধকং বাক্যং মহাবাক্যম্"॥

মহান্ অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ ব্যাপক অর্থের প্রতিপাদক বাক্য মহাবাক্য -

"মহদ্বাক্যং মহাবাক্যম্"।

জীব-ব্রহ্মের একত্ববোধক চারটি মহাবাক্য সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ চারটি উপনিষৎ থেকে এই মহাবাক্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে। মহাবাক্যগুলি হল -

1. ঋগ্বেদের ঐতরেয়োপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের মহাবাক্য - "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"। - আত্মা হল সর্বপ্রকার জ্ঞানের সাক্ষিভূত চৈতন্যস্বরূপ।
2. যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের দশম মন্ত্র - "অহং ব্রহ্মাস্মি"। - ইহা জীবব্রহ্মের ঐক্যের অনুভব সূচক মহাবাক্য। আমি হলাম ব্রহ্মের স্বরূপ - ইহাই ঐক্যানুভব।
3. সামবেদের ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে সপ্তম মন্ত্র - "তত্ত্বমসি"। - এখানে জীবব্রহ্মের ঐক্য উপদিষ্ট হয়েছে। ইহা প্রসিদ্ধ মহাবাক্য।
4. অথর্ববেদের মাণ্ডুক্যোপনিষদের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্র - "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। - আত্মা শব্দ ব্রহ্মরূপ ব্যাপক অর্থের বাচক। - "আত্মা চ ব্রহ্ম"। প্রত্যগাত্মরূপে প্রসিদ্ধ আত্মশব্দ ব্রহ্মেরই বাচক।

উপসংহার

উপর্যুক্ত প্রবন্ধটিতে উপনিষদগুলিকে ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা জ্ঞানপরক দর্শন হিসেবে প্রতিপাদিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এই উপনিষদগুলিতে উচ্চ তত্ত্বসমূহ এবং বিচারাবলী বিভিন্ন শৈলীর মাধ্যমে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে তার ফলে এই জ্ঞানসম্ভৃত গ্রন্থগুলি আমাদের কাছে ধর্মগ্রন্থের মত প্রাধান্য পাচ্ছে। উপনিষদের উপদেশাবলীর পদ্ধতির দ্বারা সাধককে কোনও আচারের বিভিন্ন অংশ কল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং সেগুলি সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণার উপর জোর দেওয়া হয়। যথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে -

"এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মাযমগ্নির্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানস্তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ।"(বৃহদা.১/২/৭)

এই মন্ত্রের দ্বারা অশ্বমেধ বলিদানের জন্য ঘোড়ার প্রজাপতি প্রভুরূপে ধ্যান করার পরামর্শ দিয়েছেন, এই উপাসনা, যাদের অশ্বমেধ বলিদান করতে সামর্থ্য নেই তারাও অনুশীলন করতে পারবে, কারণ এই উপাসনাটি দুভাবে উপাসনা করলেও সমান ফল পাওয়া যায়।

এমনকি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য যে কর্মের প্রয়োজন হয় সেটিরও তীব্র নিন্দা লক্ষ্য করা যায় উপনিষদগুলিতে। মুণ্ডকোপনিষদে আমরা দেখতে পাই যে -

> "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
> জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥" (মুণ্ডক. ১/২/৮)

এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে যে কার্যসম্পাদনরূপ অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান থেকে নিজেদের পণ্ডিত মনে করে মূঢ় ব্যক্তিরা সংসারে অন্যন্ত পীড়িত হতে হতে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের মত সংসারে পরিভ্রমণ করতে থাকে।

বেদান্তের মূল লক্ষ্য কিন্তু -

> "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
> তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুণ্ডকো.১/২/১২)

অর্থাৎ কর্ম থেকে জাত এই জন্মসমূহকে বার বার দেখে এই জগতে নিত্য কিছুই নেই এই ভেবে ব্রাহ্মণ কর্ম থেকে বৈরাগ্য লাভ করে নিত্যবস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মকে বোঝার জন্য যজ্ঞকাঠ হাতে নিয়ে শ্রোত্রিয় গুরুর কাছে যাবেন এবং সেখান থেকে উত্তম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন। এই উন্নত স্তরের জ্ঞান দানই উপনিষদগুলির মূল লক্ষ্য।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে -

> "উপনিষদে অন্তর্ভুক্ত থাকা বার্তাগুলি কিছু চিরন্তন আলোর উৎসের মতো এখনও ভারতের ধর্মীয় মনকে আলোকিত এবং প্রাণবন্ত করে তোলে। এগুলি কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে তাদের একটি সার্বজনীন ভিত রয়েছে যা সমস্ত ধর্মকে জীবন সরবরাহ করতে পারে। কোন এক আধ্যাত্মিক আদর্শ তাদের গোপনে লুকানো আছে বা তাদের কাজ এবং ফলে দৃশ্যমান।" (Principal Upanisads', p. 940)

References

1. Swami Shivatatvananda. The Message of Upanishads to Modern Man, Sri Ramakrishna Ashram, Buldhana; c2013.
2. Swami Ranganathanada, The Charm And Power of Upanishads, Advaita Ashrama, Kolkata; c2006.
3. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy Vol.1, Oxford University Press, New Delhi; c2011.
4. অনির্বাণ, বৈদিক সাহিত্য, সংস্কৃত বুক্ ডিপো, কোলকাতা, 2006.
5. উপনিষদ্, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর; c2009.
6. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শান্তি, বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা; c2003.
7. বসু, ডঃ যোগীরাজ, বেদের পরিচয়, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা; c2015.
8. ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, জয দুর্গা লাইব্রেরী, কোলকাতা; c2012.
9. এবং আমরা উপনিষদ্ 1, সং. মহুয়া ভট্টাচার্য, কোলকাতা, জানুয়ারী; c2016.